Co-funded by
the European Union

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

UNDP
Empowered lives.
Resilient nations.

উচ্ছ্বাস

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প

নিউজলেটার। ইস্যু ৪, জুলাই - ডিসেম্বর ২০১৮

গ্রাম আদালতে ক্ষতিপূরণ পেলেন লক্ষীন্দর সাঁওতাল

চা বাগানে ঘেরা মংরাবস্তী গ্রামটির বেশিরভাগ অধিবাসীই আদিবাসী সাঁওতাল। প্রত্যন্ত এ গ্রাম মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার ৭নং রাজঘাট ইউনিয়ন পরিষদ থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এ গ্রামের লক্ষীন্দর সাঁওতাল (৬০), তার স্ত্রী ও দু মেয়ে চা বাগানে কাজ করে মাসে প্রায় ৭,৫০০ টাকা আয় করেন। নিজস্ব কোনো জমিজমা না থাকায় তার পরিবার চা বাগান থেকে লিজকৃত জমিতে বসবাস করেন। একইভাবে লিজ নেয়া ১০৫ শতাংশ জমিতে চাষাবাদ করে বছরে প্রায় ২০ মণ ধান পান; যা দিয়ে কোনোমতে পরিবারটির ভাত খাওয়া চলে।

লক্ষীন্দর সাঁওতালের রাজঘাট ইউনিয়নসহ দেশের ২৭টি জেলার ১,০৮০টি ইউনিয়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ বাংলাদেশ সরকার, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন এবং ইউএনডিপি-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় “বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প” বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রাম আদালতের

কার্যক্রমকে আরো কার্যকর ও সফল করার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করা; যাতে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী (নারী, প্রতিবন্ধী, দলিত সম্প্রদায় ইত্যাদি) তাদের বিচারিক অধিকার লাভের সুযোগ পায়। লক্ষীন্দরও তার ইউনিয়নের গ্রাম আদালতের সহযোগিতায় একটি ছোট বিরোধ নিস্পত্তি করেন।

লক্ষীন্দর তার জমানো ১,৭০০ টাকায় একটি ছাগল কিনে ৭/৮মাস লালন পালন করেন। একদিন ছাগলটি হারিয়ে গেলে তিনি জানতে পারেন, ধান খেয়েছে বলে একই গ্রামের চা শ্রমিক বিজলাল খাড়িয়া এটিকে তার বাড়িতে নিয়ে খেয়ে ফেলেছে। বিষয়টি জানার পর লক্ষীন্দর দিশেহারা হয়ে যান। কিন্তু তার শত অনুরোধ সত্ত্বেও বিজলাল খাড়িয়া পুরো বিষয়টি অস্বীকার করে। উপায় না দেখে তিনি প্রতিবেশীদের শরণাপন্ন হলেও কোনো প্রতিকার মেলেনি। তাই ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সুমন কুমার তাঁতীর পরামর্শ অনুযায়ী তিনি গত ১১ অক্টোবর ২০১৮ বিজলাল খাড়িয়ার বিরুদ্ধে ইউনিয়ন পরিষদে একটি আবেদন করে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫,০০০ টাকা দাবি করেন।

এ আবেদনের প্রেক্ষিতে চেয়ারম্যানের নোটিশ অনুযায়ী, গত ১৫ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে আবেদনকারী লক্ষীন্দর সাঁওতাল ও প্রতিবাদী বিজলাল খাড়িয়া উভয়ে ইউনিয়ন পরিষদে হাজির হন। এ সময় প্রতিবাদী ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে ছাগলটির বাজার মূল্য বিবেচনা করে ইউনিয়ন

বাকি অংশ ২য় পাতায়

ভেতরের পাতায়

গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশ্নোত্তর ২
গ্রাম আদালতে মামলা ৩
ফটো ফিচার মাঠের কথা ৪
জেন্ডার বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও কর্মশালা ৭
গণমাধ্যমে গ্রাম আদালত ৮
সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম ১০
সাক্ষাৎকার ১১ ১২

পরিষদের চেয়ারম্যান ও অন্যদের উপস্থিতিতে ২,৫০০ টাকা ক্ষতিপূরণ লক্ষীন্দরকে বুঝিয়ে দেয়। এ রায়ে সন্তুষ্ট লক্ষীন্দর বলেন, "আমরা দরিদ্র ও অবহেলিত সাঁওতাল জাতি। আমাদের বিচারও যে গ্রাম আদালতে সহজে এবং অল্প সময়ে নিষ্পত্তি হয় তার প্রমাণ পেয়ে আমি খুব খুশি।" প্রতিবাদী বিজলাল বলেন, "মামলা পরিচালনায় আমাকে কোনো চাপ দেয়া হয়নি এবং বিচারটি নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হয়েছে।" উক্ত ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বিজয় ব্যানার্জী জানান, "গ্রাম আদালতের নিয়ম (বিধি-৩১) অনুযায়ী লক্ষীন্দর সাঁওতালের মামলাটি সুষ্ঠুভাবে নিষ্পত্তি হওয়ায় উভয়েই সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।" উল্লেখ্য, এ ইউনিয়নে গ্রাম আদালতের মাধ্যমে জুলাই ২০১৭-ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত মোট ৫৫টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে এবং আবেদনকারীগণ ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৬৫,০০০ টাকা পেয়েছেন।

তথ্য কণিকা

গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

১) কতদিনের মধ্যে গ্রাম আদালত গঠন করতে হবে?

আবেদনপত্র গ্রহণের তারিখ হতে ১৪ দিনের মধ্যে গ্রাম আদালত গঠন করতে হবে [বিধি: ১০(৩)]।

২) প্রাক-বিচারের মাধ্যমে আপোষ নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে সর্বোচ্চ কতদিন সময় দেয়া যাবে?

প্রাক-বিচারের মাধ্যমে বিবাদীয় বিষয় মীমাংসার উদ্যোগ গ্রহণের তারিখ থেকে সর্বোচ্চ ৩০ দিনের মধ্যে তা নিষ্পত্তি করতে হবে [ধারা: ৬(খ)(২)]।

৩) বিরোধের কোনো পক্ষ ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যের পরিবর্তে অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্রতিনিধি মনোনয়ন দিতে পারবে কি না?

যে কোনো পক্ষ চেয়ারম্যানের অনুমতি নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যের পরিবর্তে অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্রতিনিধি হিসেবে মনোনয়ন করতে পারবে [ধারা: ৫(৪)]।

৪) চেয়ারম্যানের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কতদিনের মধ্যে গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান নিয়োগ করবেন?

চেয়ারম্যানের নিরপেক্ষতা নিয়ে কোনো পক্ষ প্রশ্ন বা আপত্তি উত্থাপন করলে সে বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর লিখিত আবেদন করতে হবে। উক্ত আবেদনের বিষয় যথার্থ বলে প্রতীয়মান হলে তিনি ইউনিয়ন পরিষদের যে কোনো সদস্যকে (বিবাদের কোনো পক্ষের মনোনীত সদস্যগণ ব্যতীত) গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করবেন। চেয়ারম্যান নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার উক্ত মামলার কার্যক্রম ৭ (সাত) দিন পর্যন্ত স্থগিত করতে পারবেন [বিধি: ৩০]।

৫) গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক কি না?

যে কোনো বিচার প্রক্রিয়ার মতোই গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়ায়ও নারী-পুরুষ সবার সমান অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। কিন্তু আমাদের সামাজিক বাস্তবতায় বিচারিক প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ অনেক কম বিবেচনায় নারীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট মামলায় সংশ্লিষ্ট পক্ষে নারী সদস্য মনোনয়ন দেয়া বাধ্যতামূলক [ধারা: ৫(১)] করা হয়েছে।

৬) গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কখন আপিল করা যায়?

গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত বা চার-এক (৪:১) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বা চারজন সদস্যের উপস্থিতিতে তিন-এক (৩:১) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হলে উক্ত সিদ্ধান্ত বিষয়ে আপিল করা যাবে না। সিদ্ধান্ত তিন-দুই (৩:২) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হলে, সংক্ষুব্ধ পক্ষ, উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে উপযুক্ত আদালতে আপিল করতে পারবে।

৭) গ্রাম আদালতে কত দিনের মধ্যে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা যায়?

ফৌজদারি মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে বিরোধীয় ঘটনা ঘটার ৩০ দিনের মধ্যে মামলা দায়ের করতে হবে [ধারা: ৬(ক)]।

৮) গ্রাম আদালতে কত দিনের মধ্যে দেওয়ানি মামলা দায়ের করা যায়?

দেওয়ানি মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে বিরোধীয় ঘটনা ঘটার ৬০ দিনের মধ্যে মামলা দায়ের করতে হবে। তবে স্থাবর সম্পত্তি বেদখল হওয়ার ১ বছরের মধ্যে এর দখল পুনরুদ্ধারের জন্য মামলা করা যাবে [ধারা: ৬(খ)]।

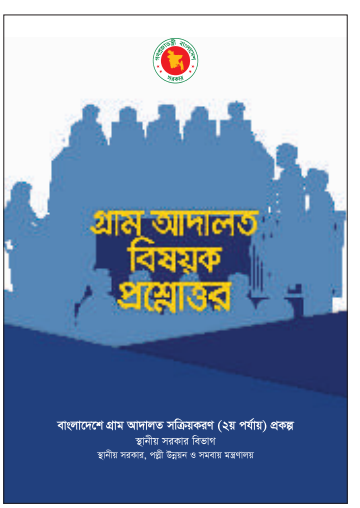

"গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশ্নোত্তর" পুস্তিকা- গ্রাম আদালত-এর আইনী কাঠামো, এর প্রক্রিয়া, নথিজাতকরণ, ফরম-ফরমেট এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে সর্বমোট ১৫০টি প্রশ্নোত্তর সহজে ও সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

গ্রাম আদালতে মামলা

	বেইজলাইন জরিপ	২০১৭	২০১৮
প্রতি মাসে গড় মামলা	১.৩৭	৩.২৯	৪.৫০
মামলায় নারী আবেদনকারীর হার	২০%	২৮%	২৮%
মামলায় নারী প্যানেল সদস্যের হার	২%	১২%	১৪%

মামলা	জানুয়ারি-জুন ২০১৮	জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৮
গৃহীত মামলা	২৫,০০৩	৩৩,২৩২
নিষ্পত্তিকৃত মামলা	১৯,০৫৮	২৭,৯৯২
বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	১৭,৩২৭	২৬,৪৫৬

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

জেলা পর্যায়ে বিচার বিভাগীয় ও পুলিশ কর্মকর্তা এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা

গ্রাম আদালত আইন ২০০৬ এবং গ্রাম আদালত বিধি ২০১৬ -কে আরো যুগোপযোগী করার জন্য এর সংশোধনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রকল্প ২০১৯ সালে জাতীয় পর্যায়ে একটি আলোচনা সভা আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রমকে সফল ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে ২০১৭-২০১৮ সালের অনুষ্ঠিতব্য বিভিন্ন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় এ বছরও (ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত) জেলা পর্যায়ে বিচার বিভাগীয় ও পুলিশ কর্মকর্তা, স্থানীয় প্রশাসন এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দের অংশগ্রহণে ২৭টি অভিজ্ঞতা বিনিময় সভার আয়োজন করা হবে।

উক্ত সভাগুলোতে গ্রাম আদালতের সেবা প্রদানকে আরো জোরদার করার জন্য জেলা আদালত এবং থানা হতে গ্রাম আদালতে সংশ্লিষ্ট মামলা প্রেরণ, বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ এবং সমন্বয় সংক্রান্ত বিবিধ বিষয় আলোচিত হবে। পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা ও তাদের সুচিন্তিত মতামতসমূহ জাতীয় পর্যায়ের আলোচনা সভায় তুলে ধরা হবে।

ফটো ফিচার মাঠের কথা

প্রকল্পের মধ্যবর্তী ফলাফল ও কার্যক্রম মূল্যায়ন

আগস্ট-অক্টোবর: বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প-এর বিভিন্ন কার্যক্রম ও অগ্রগতি পরিদর্শন এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত জানতে প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন (মিড-টার্ম রিভিউ) দল চট্টগ্রাম, নওগাঁ, জামালপুর এবং নেত্রকোনা জেলার ১২টি ইউনিয়ন পরিদর্শন করে। এ ছাড়াও গত অক্টোবর ২০১৮, ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের উচ্চ পর্যায়ের মূল্যায়ন প্রতিনিধি প্রকল্পের বিভিন্ন ফলাফল মূল্যায়নে ফরিদপুর, মাদারীপুর ও খুলনা জেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিদর্শন এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করে। এ দুটো মূল্যায়ন প্রকল্পের বিবিধ সাফল্য ও এর অগ্রগতির প্রশংসা করে ভবিষ্যৎ করণীয় হিসেবে কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

সিলেটে বিভাগীয় কমিশনারের গ্রাম আদালত পরিদর্শন

ডিসেম্বর: মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী, বিভাগীয় কমিশনার (অতিরিক্ত সচিব), সিলেট বিভাগ গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলার বিশ্বনাথ সদর ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম আদালতের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি বিভিন্ন মামলার নথি এবং রেজিস্টারসমূহ পর্যালোচনা করে গ্রাম আদালতের সেবাকে আরো কার্যকরভাবে গ্রামীণ দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দিতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের আহ্বান জানান।

পাবনা ও চাঁদপুরে পুলিশের উদ্যোগে গ্রাম আদালত বিষয়ে মতবিনিময় সভা

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর: পাবনা জেলা পুলিশের উদ্যোগে জেলা ও থানা পর্যায়ের ৫০ জন পুলিশ কর্মকর্তার জন্য গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ গ্রাম আদালত বিষয়ক এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের সহযোগিতায় আয়োজিত উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে জেলার পুলিশ সুপার মোঃ রফিকুল ইসলাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের গ্রাম আদালতের এখতিয়ারভুক্ত মামলা থানায় গ্রহণ না করে সংশ্লিষ্ট গ্রাম আদালতে প্রেরণের পরামর্শ প্রদান করেন।

এছাড়াও চাঁদপুরে গত ১৫ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে, জেলা পুলিশের মাসিক সমন্বয় সভার শুরুতে আয়োজিত গ্রাম আদালত বিষয়ক এক মতবিনিময় সভা আয়োজিত হয়। এতে পুলিশ সুপার জিহাদুল কবির পিপিএম গ্রাম আদালতের আর্থিক ক্ষমতা ও এখতিয়ারাধীন মামলাগুলো সংশ্লিষ্ট গ্রাম আদালতে প্রেরণ ও পরবর্তী সময়ে ফলো-আপ করা এবং ইউনিয়ন পরিষদে অন্যান্য দাপ্তরিক কাজে গেলেও গ্রাম আদালতের খোঁজ খবর নেয়ার জন্য থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করেন।

নওগাঁয় গ্রাম আদালতের সাফল্যের স্বীকৃতি

জুলাই: মোঃ মিজানুর রহমান, জেলা প্রশাসক, নওগাঁ গত ১৪ জুলাই ২০১৮ গ্রাম আদালতের সাফল্যের ভিত্তিতে জেলার 'সাপাহার ইউনিয়ন'কে শ্রেষ্ঠ ইউনিয়ন হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। নওগাঁ জেলা গ্রাম আদালত ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নওগাঁ জেলা প্রশাসন কর্তৃক বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প -এর আওতাভুক্ত ৪৯টি ইউনিয়নের মধ্যে সাপাহার ইউনিয়ন এ স্বীকৃতি অর্জন করে।

এছাড়াও মথুরাপুর, রাইগাঁ, ভাবিচা, ঘোষনগর, ছাওড় এ পাঁচটি ইউনিয়নকে সংশ্লিষ্ট উপজেলা (যথাক্রমে বদলগাছী, মহাদেবপুর, নিয়ামতপুর, পত্নীতলা, পোরশা) পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ইউনিয়ন হিসেবে নির্বাচিত করে 'গ্রাম আদালতের সাফল্যের স্বীকৃতি ২০১৮' প্রদান করা হয়। গ্রাম আদালত পরিচালনার ক্ষেত্রে জানুয়ারি-জুন ২০১৮ সময়ে কার্যক্রম ও ফলাফল মূল্যায়নের ভিত্তিতে এ স্বীকৃতি দেয়া হয়। মোঃ মুজিবুর রহমান, উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, নওগাঁ এর সভাপতিত্বে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে জেলার সব ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অংশগ্রহণ করেন।

চট্টগ্রামে ভিজিএফ উপকারভোগীদের মাঝে গ্রাম আদালত বিষয়ক সচেতনতামূলক বৈঠক

সেপ্টেম্বর: গ্রাম আদালতের বিভিন্ন সেবা বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়াতে বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প গ্রাম পর্যায়ে নিয়মিত উঠান বৈঠক পরিচালনা করে। উঠান বৈঠকের পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধির আরেকটি কৌশল হিসেবে চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার রহমতপুর ইউনিয়ন পরিষদে গত ৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ সরকারের সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য খাদ্য (ভিজিএফ) কর্মসূচির আওতায় স্বল্পমূল্যে চাল নিতে আসা ৩১২ জন সুবিধাভোগীর মাঝে গ্রাম আদালতের বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে একটি বৈঠক করা হয়। এ সময় সুবিধাভোগীগণ গ্রাম আদালত কী, আদালত কখন ও কোথায় বসে, আদালতের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য বিচারক কারা, এ আদালতে কী কী বিরোধ নিষ্পত্তি হয়, মামলার ফিস কত, কীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, নারীর অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জানার সুযোগ পান। পরবর্তীসময়ে প্রকল্পভুক্ত বিভিন্ন ইউনিয়নেও এ ধরনের বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে।

বরগুনায় স্থানীয় ক্যাবল টিভি চ্যানেলে গ্রাম আদালত বিষয়ক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান

জুলাই-ডিসেম্বর: বরগুনায় বেতাগী উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে স্থানীয় ক্যাবল নেটওয়ার্ক টিভি চ্যানেলে নিয়মিত গ্রাম আদালত বিষয়ক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে। প্রতিদিন সকাল এবং সন্ধ্যায় গ্রাম আদালত বিষয়ক নাটক এবং সচেতনতামূলক গান উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের গ্রামে ও হাটে-বাজারে প্রচারের ফলে স্থানীয় জনগণ এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার সুযোগ পেয়েছে। এ বিষয়ে বেতাগী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ রাজিব আহসান জানান, "গ্রাম আদালতের বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে জানতে পারায় এ উপজেলায় জনগণ দিন দিন গ্রাম আদালতমুখী হচ্ছে, এর পাশাপাশি গ্রাম আদালতের বিবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়নে তারা সহযোগিতা করছে।"

উল্লেখ্য, বেতাগী উপজেলায় জুলাই ২০১৭-ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত মোট ৫৪৩ মামলা দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ৩২৮টি (নারী আবেদনকারী-৯৩জন) মামলা এবং আবেদনকারীগণ ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন ৬৪,৬৮,৯০০ টাকা, যা বরগুনা জেলার প্রকল্পভুক্ত ৪টি উপজেলার মধ্যে সর্বোচ্চ।

জেন্ডার ও গ্রাম আদালত বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সচেতনতামূলক কর্মশালা

জুলাই - ডিসেম্বর: গ্রাম আদালতের সেবা নারী-পুরুষ সবার কাছে সমানভাবে পৌঁছে দেয়া এবং এর প্যানেল সদস্য হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পরিচালিত বিভিন্ন সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচির অংশ হিসেবে জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত খুলনা, সিরাজগঞ্জ, চাঁদপুর, নোয়াখালী এবং বরগুনা জেলায় 'জেন্ডার ও গ্রাম আদালত বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সচেতনতামূলক কর্মশালা' অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের জেন্ডার সংবেদনশীল উপায়ে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত উল্লিখিত ৫টি কর্মশালায় মোট ৩১৩ জন (১৪৬ নারী এবং ১৬৭ পুরুষ) অংশগ্রহণ করেন।

সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মশালাগুলোতে জেলার আওতাভুক্ত বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, সদস্য, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, আইনজীবী, নারী অধিকার কর্মী অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রাম আদালতে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ এবং প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন বাধা চিহ্নিত করার পাশাপাশি জেন্ডার সংবেদনশীল উপায়ে গ্রাম আদালত পরিচালনার মৌলিক দিকসমূহ এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ নিয়ে আলোচনা হয়।

কর্মশালার অংশগ্রহণকারীগণ গ্রাম আদালতের সেবা সম্পর্কে গ্রামীণ নারী-পুরুষকে অবহিত করা, নারী-পুরুষ সমতা ও নারীর ন্যায়বিচারের অধিকার সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, জেন্ডার সংবেদনশীল উপায়ে গ্রাম আদালত পরিচালনা বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর জোর দেন।

গণ

নতুন নতুন
গাড়িসহ
SATV

প্রথম খণ্ডের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে
EEE, CSE, Civil, Textile, B.Arch

হাজার হাজার
ফ্রিজ, টিভি
ও এসি ফ্রি
SATV

মাধ্যমে গ্রাম আদালত

গণমাধ্যমে (মুদ্রণ ও ইলেক্ট্রনিক) জুলাই-ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প -এর বিবিধ তথ্য ১,১০০ এরও অধিক সংবাদে উঠে এসেছে। এর মধ্যে স্থানীয় গণমাধ্যমে ১০৩৪টি এবং ৯টি টিভি কভারেজসহ ৬৬টি সংবাদ জাতীয় গণমাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। এসব সংবাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো, রাষ্ট্র পরিচালিত বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা-য় প্রকাশিত 'চাদঁপুরে গ্রাম আদালতে ১৫৫১টি মামলা নিষ্পত্তি', বরগুনার বেতাগী উপজেলার গ্রাম আদালতের সাফল্য নিয়ে জাতীয় দৈনিক প্রথম আলো-তে প্রকাশিত 'বেতাগীর গ্রাম আদালত-এই দৃষ্টান্ত অনুসরণীয় হোক' নামের একটি সম্পাদকীয়, দি ডেইলী স্টার-পত্রিকায় প্রকাশিত 'জনবান্ধব গ্রাম আদালত', টিভি চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর-এ প্রচারিত একটি টকশো। এছাড়াও স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রকাশিত বেশির ভাগ সংবাদেই গ্রাম আদালতের সাফল্য, মোট মামলা, মামলা নিষ্পত্তির হার, উপকারভোগী ও অংশীজনদের মন্তব্য ইত্যাদি বিষয় জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

গ্রাম আদালত বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম

জুলাই - ডিসেম্বর: গ্রাম আদালতকে কার্যকর করতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প নিয়মিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। প্রকল্পভুক্ত জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদের নব নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত ইউনিয়ন পরিষদের সচিব, গ্রাম আদালত সহকারী ও হিসাব-সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটরসহ মোট ৪২৭ জনকে গ্রাম আদালতের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রকল্প এলাকার সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর তত্ত্বাবধানে উপজেলা পর্যায়ে মোট ২১৬ জন ইউনিয়ন পরিষদের নবনির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দের জন্য গ্রাম আদালত বিষয়ে মাদারীপুর, গাজীপুর, খুলনা, ফরিদপুর এবং ভোলা জেলায় তিন দিনব্যাপী মোট ৮টি অনাবাসিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। গ্রাম আদালত বিষয়ে খুলনা, নোয়াখালী এবং ময়মনসিংহ জেলায় আয়োজিত চার দিনব্যাপী মোট ৩টি আবাসিক প্রশিক্ষণে বিভিন্ন জেলার মোট ৬২ জন নতুন নিয়োগকৃত সচিব অংশগ্রহণ করেন।

প্রকল্পভুক্ত বিভিন্ন জেলার মোট ৬০ জন নতুন নিয়োগকৃত গ্রাম আদালত সহকারী সিলেট, বাগেরহাট এবং রংপুর জেলায় গ্রাম আদালত বিষয়ে ৪ দিনব্যাপী মোট ৩টি প্রশিক্ষণ লাভ করেন। এছাড়াও নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত ৮৯ জন হিসাব-সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর মাদারীপুর, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, নওগাঁ এবং পঞ্চগড় জেলায় গ্রাম আদালত বিষয়ে ৩ দিনব্যাপী মোট ৫টি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এসব প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ গ্রাম আদালত আইন, বিধি, নথি লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করেন।

উপজেলা পর্যায়ে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে অবহিতকরণ সভা

অক্টোবর-নভেম্বর: গ্রাম আদালত সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সক্ষম বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে প্রকল্পভুক্ত উপজেলাগুলোতে ১২৮টি গ্রাম আদালত বিষয়ক অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে আয়োজিত এসব সভায় বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ৩,৮৪০ (নারী ৩০৭, পুরুষ ৩,৫৩৩) প্রতিনিধি গ্রাম আদালত, এর আইনী বিষয়াদি, প্রধান সেবাসমূহ ইত্যাদি বিষয়ে মৌলিক ধারণা লাভ করেন। এর পাশাপাশি তারা গ্রাম আদালত সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে তাদের কার্যক্রম পর্যালোচনা, বিবিধ চ্যালেঞ্জ এবং উপজেলা পর্যায়ে ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নিয়ে একটি পরিকল্পনা তৈরি করেন। এ সময় বিভিন্ন সরকারি সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ উল্লেখ করেন, তারা যুব প্রশিক্ষণ, কৃষক, মৎস্যচাষী, দুস্থ মা, সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য বিবিধ সরকারি কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের মাঝে নিয়মিত গ্রাম আদালত সম্পর্কে প্রচার করেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণকারীবৃন্দ জানান, তারা ক্ষুদ্র ঋণ, উঠান বৈঠক, মায়েদের দল, শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং তাদের পিতা-মাতাসহ বিবিধ সুবিধাভোগীদের মাঝে গ্রাম আদালত বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করেছেন। অংশগ্রহণকারীবৃন্দ গ্রাম আদালতের ওপর এ ধরনের জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার করেন।

রংপুর বিভাগে গ্রাম আদালত বিষয়ে জনসচেতনতা বেড়েছে

মোহাম্মদ জয়নুল বারী
বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর

উচ্ছ্বাস: আপনার বিভাগে সাধারণ জনগণ গ্রাম আদালতের সেবা সম্পর্কে কতটা সচেতন বলে আপনি মনে করেন? এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিশেষ করে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত নারীদের সচেতন করতে আরো কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়?

বিভাগীয় কমিশনার: রংপুর বিভাগের প্রকল্পভুক্ত ইউনিয়নগুলোর সাধারণ জনগণের মধ্যে গ্রাম আদালত বিষয়ে সচেতনতা ইতোমধ্যেই অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী নারীদের ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে গ্রাম আদালতের সেবা সম্পর্কে অবহিত করা এবং তৃণমূল পর্যায়ে কর্মরত অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমেও এ বিষয়ে সচেতনতা আরো বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

উচ্ছ্বাস: গ্রাম আদালতকে সক্রিয়করণে আপনার বিভাগের সকল জেলাতে (প্রকল্পভুক্ত এবং প্রকল্পবর্হিভূত) কী ধরনের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে? (প্রকল্পভুক্ত এলাকায়) গ্রাম আদালত সক্রিয় হওয়ার ফলে আপনার বিভাগে ইউনিয়ন পর্যায়ে জনসাধারণের মধ্যে কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে?

বিভাগীয় কমিশনার: সরকারি পরিপত্র অনুসারে, বিভাগের সকল জেলা ও উপজেলায় গ্রাম আদালত ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় গ্রাম আদালতের কার্যক্রমের নিয়মিত তদারকি ও পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও জেলা ও উপজেলা আইন শৃংঙ্খলা বিষয়ক সভায় গ্রাম আদালত বিষয়ে নির্ধারিত আলোচ্যসূচি থাকায় সর্বস্তরের মানুষ সচেতন হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। এর ফলে, গ্রামের দরিদ্র জনগণ এখন নিয়মিত গ্রাম আদালতে আসছে, তাদের সময়ের অপচয়, আর্থিক ক্ষতি ও হয়রানিও অনেক কমেছে।

উচ্ছ্বাস: গ্রাম আদালতকে সক্রিয়করণে আরো কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন ?

বিভাগীয় কমিশনার: গ্রাম আদালতের দাপ্তরিক কাজের জন্য স্থায়ীভাবে জনবল নিয়োগ এবং গ্রাম আদালতের এখতিয়ার বাড়ানো অত্যাবশ্যক। এ ছাড়া গ্রামীণ দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণের মাঝে গ্রাম আদালতের সুবিধা পৌঁছে দিতে প্রকল্পভুক্ত ইউনিয়নের মতো প্রকল্পবর্হিভূত ইউনিয়নগুলোতেও প্রয়োজনীয় জনবল, ফরম-রেজিস্টার ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন।

সাক্ষাৎকার

উম্মে সালমা তানজিয়া
জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর

ফরিদপুরে গ্রাম আদালতে ১,৭৮৬ মামলা নিষ্পত্তি

উচ্ছ্বাস: ফরিদপুর জেলায় প্রকল্পভুক্ত ইউনিয়নগুলোতে গ্রাম আদালত সক্রিয় হওয়ার ফলে সাধারণ জনগণের মধ্যে কী ধরনের পরিবর্তন আপনি লক্ষ করেছেন?

জেলা প্রশাসক: ফরিদপুর জেলার প্রকল্পভুক্ত ৩৫টি ইউনিয়নে গ্রামের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষ ছোট-খাটো বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নিয়মিত গ্রাম আদালতে আসছে। জুলাই ২০১৭-ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত এ জেলায় গ্রাম আদালতের মাধ্যমে মোট ১,৭৮৬টি বিরোধ নিষ্পত্তি হয়েছে এবং এর ফলে আবেদনকারীগণ ২,১৮,৫৬,৫৮০ টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন।

উচ্ছ্বাস: গ্রাম আদালতকে আরো সক্রিয়করণে আপনার জেলায় কী ধরনের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে?

জেলা প্রশাসক: গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ প্রকল্পের পাশাপাশি এ জেলায় স্থানীয় সরকার বিভাগ এলজিএসপি-৩ ও ইএএলজি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ দুটো প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট সভায় নিয়মিত গ্রাম আদালতের সেবা ও অন্যান্য কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

উচ্ছ্বাস: গ্রাম আদালতে প্যানেল সদস্য হিসেবে নারীর অংশগ্রহণের মাত্রা আরো কীভাবে বৃদ্ধি করা যায় বলে আপনি মনে করেন?

জেলা প্রশাসক: এ জন্য স্থানীয় নারী নেত্রীদের গ্রাম আদালতের আইনী কাঠামো এবং বিচারিক প্রক্রিয়ার উপর সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ইতোমধ্যেই ফরিদপুর জেলার প্রকল্পভুক্ত সকল উপজেলায় নির্বাচিত নারী জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গ্রাম আদালতে নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা করা হয়েছে। এছাড়াও ইএএলজি প্রকল্পের মাধ্যমে জেলার সকল উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত পুরুষ জনপ্রতিনিধিদের জেন্ডার সচেতনতা ও বিশ্লেষণ বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

উচ্ছ্বাস: আপনার জেলায় প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার ইউনিয়নসমূহে গ্রাম আদালতকে আরো কার্যকর করার পরিকল্পনাগুলো কী?

জেলা প্রশাসক: ডিডিএলজি-এর নেতৃত্বে প্রকল্প বর্হিভূত এলাকার ইউনিয়নসমূহের সচিবদের গ্রাম আদালত আইন- ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩) এবং গ্রাম আদালত বিধি ২০১৬ এর উপর অবহিতকরণ করা এবং তাদের আইন ও বিধির অনুলিপি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার ইউনিয়নসমূহের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের জন্য একই ধরনের অবহিতকরণ সভা আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

তথ্যের জন্য যোগাযোগ

info.avcb@undp.org www.villagecourts.org
www.facebook.com/villagecourts @villagecourts
activating village courts in bangladesh phase II

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প
স্থানীয় সরকার বিভাগ, আইডিবি ভবন (১২ তলা), শেরে বাংলা নগর
আগারগাঁও, ঢাকা ১২০৭, বাংলাদেশ। ফোন: +৮৮ ০২ ৯১৮৩৪৬৬-৮

ঘোষণা: এ প্রকাশনাটি ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে তৈরি। এর বিষয়বস্তু ও মতামত স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প-এর একান্ত নিজস্ব এবং এটি ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের কোনো মতামত প্রতিফলিত করে না।